

নোয়াখালীতে অঙ্ক প্রশ্ন ফাঁস : বিকল্প সেটে পরীক্ষা : গ্রেফতার ৬

৥ স্টাফ রিপোর্টার ৥

নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি সাধারণ অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা সভ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বুধবার নোয়াখালী এলাকায় এই প্রশ্নপত্র চড়াদামে বিক্রি হয়।

গতকাল সকালে পরীক্ষা শুরু। আধঘণ্টা আগে বোর্ডের সেক্রেটারী ও জেলা প্রশাসন কর্মকর্তাদের উপ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ৭ দল-মুসলিম লীগ আলোচনা-

সাতদলীয় ঐক্যজোটের সঙ্গে গতকাল বাংলাদেশ মুসলিম লীগের (মতিন) নেতৃবৃন্দ সরকার বিরোধী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সাতদলের প্রেস বিজ্ঞপ্তির খবরঃ আলোচনা বৈঠকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশ-
(৪-এর পৃঃ দুঃ)

স্থিতিতে টেকসরীতে রক্ষিত প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখা হয় এবং দেখা যায় যে, দুই প্রশ্নপত্র হুবহু এক।

পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের সেট এ এলাকায় ফাঁস হয়ে যাওয়ায় (শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দুঃ)

নোয়াখালীতে (প্রথম পৃঃ পর) গতকাল নোয়াখালী ও লক্ষীপুরে বিকল্প সেট প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হয়। তবে বোর্ডের অন্যান্য জেলায় নির্ধারিত প্রশ্নে পরীক্ষা হয় বলে গতরাতে বোর্ডের চেয়ারম্যান ডক্টর মোবারক আলী আখন্দ জানান।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বেগমগঞ্জ পুলিশ নোয়াখালী থেকে ৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

মাইজদীকোট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নোয়াখালীতে অঙ্ক প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক এ নিয়ে মুনাফা লুটতে শুরু করে। তারা তৎক্ষণিকভাবে উক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে তা ফটোকপি করে চড়াদামে, বিক্রির মাধ্যমে বিরাট অর্থের টাকা হাতিয়ে নেয়।

সাধারণ বিজ্ঞান ও অঙ্ক প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর এখানে অন্যান্য প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে বলে শুজব উঠেছে।

বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা যারা প্রশাসনকে জানিয়েছে তাদের প্রতি মারাত্মক হুমকি আসছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

66